8 FEB 2017

অবিভক্ত বাংলার প্রথম উচ্চ বিদ্যালয়টির ঐতিহ্য ম্লান

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল

■ এসএম আল-আমিন

'ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলটি অনেক কালের নামজাদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমল থেকেই মর্যাদাবান। দাঁড়িয়ে আছে ঢাকার প্রধান নাগরিক অঞ্চলে সগৌরবে, গোল মোটা রোমক থামওলা উন্নত শির অট্টালিকা ... সিঁড়ি, মেঝে, বারান্দা সব তকতকে পরিষ্কার, ক্লাস, রুমগুলোতে আলো-হাওয়া প্রচুর খেলে, কিন্তু

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৫

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

অবিভক্ত বাংলার প্রথম

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

কম্পাউন্ড পেরিয়ে গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ লেশমাত্র পৌঁছায় না।' 'আমার ছেলেবেলা' স্মৃতিকথা গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু এভাবেই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের বর্ণনা দিয়েছেন। এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। বুদ্ধদেব বসুর বর্ণনার সঙ্গে আজকের কলেজিয়েট স্কুলের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না আর। ঢাকার সবচেয়ে পুরনো স্কুলটি এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত।

১৮২ বছর আগে ১৮৩৫ সালের ১৫ জুলাই বাংলাদেশ তথা অখণ্ড ভারতের অবিভক্ত বাংলার প্রথম উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের আত্মপ্রকাশ। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজি বিদ্যালয় হিসেবে। উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলই বাংলার প্রথম সরকারি স্কুল। তখন স্কুলটির নাম ছিল 'ঢাকা ইংলিশ সেমিনারি'। ১৮৪১ সালে এ স্কুলের আঙিনাতেই ঢাকা কলেজের ভিত্তি স্থাপন করা হয় এবং স্কুল ভবনটি পুনর্নির্মাণ করে এর দ্বিতীয় তলায় কলেজের ব্যবস্থা করা হয়। ওই সময় স্কুলটির নতুন নামকরণ হয় 'ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল'।

সূচনালগ্ন থেকে বহু দেশবরেণ্য ও বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তির বিদ্যাপীঠ হিসেবে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। এই স্কুলের বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, ঢাকার নবাব খাজা আবদুল গনি, পোগোজ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এনপি পোগোজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান, শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু, কাজী আবদুল ওয়াদুদ, পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক, পূর্ব পাকিস্তানের স্পিকার আবদুল হামিদ চৌধুরী, জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক, চিত্রশিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, অভিনেতা বুলবুল আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসনবিষয়ক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর খোরশেদ আলম, সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আইনুন নিশাতের মতো অনেকে।

দেশ-বিদেশের অসংখ্য বরেণ্যের এই বিদ্যাপীঠটি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। না আছে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, না আছে খেলার মাঠ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পাঠাগারে নষ্ট হচ্ছে অনেক দুর্লভ বই। মূল ফটক দিয়ে স্কুলের আঙিনায় প্রবেশ করলে উঠানের মতো এক চিলতে ফাঁকা জায়গা। সামান্য বৃষ্টিতে এক চিলতে উঠোন কাদা-পানিতে একাকার হয়ে ওঠে। মাঠ না থাকায় শ্রেণিকক্ষের মধ্যে শিক্ষার্থীদের অ্যাসেমব্লি করাতে হয়। স্কুলে নেই কোনো মিলনায়তন। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয় পাশের ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলের মাঠে। দুটি শ্রেণিকক্ষ একত্র করে যে হল ঘর তৈরি হয়েছিল, শ্রেণিকক্ষের অভাবে সেটিও এখন পাঠদানের কাজে ব্যবহার করা হয়।

সরেজমিন পুরান ঢাকায় স্কুলটির ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা যায়, পুরনো ভবনটি ব্যবহারের অনুপযোগী বলে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ভবনটি জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ২০১৩ সালে শ্রেণিকক্ষ ও প্রশাসনিক দপ্তর সরিয়ে নেওয়া হয়। নতুনভাবে নির্মিত একটি পাঁচতলা ও তিনতলা ভবনে পাঠদান ও দাপ্তরিক কাজ চলছে। স্কুলের প্রধান ফটকের সামনে গড়ে উঠেছে লেগুনার অবৈধ স্ট্যান্ড। এ স্ট্যান্ডের কারণে প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির অন্ত থাকে না।

এত সব সমস্যার মধ্যেও প্রাচীন এ স্কুলটি তার ঐতিহ্যের অনেক নিদর্শন ধারণ করে আছে। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষার্থীরা সংবর্ধনা দেন। সেই অনুষ্ঠানের মানপত্রের কপি এখনও সংরক্ষিত আছে স্কুল দপ্তরে। বাংলার গভর্নর লর্ড লিটনের উপহার দেওয়া প্রায় শতবর্ষী একটি বুকশেলফও রক্ষিত আছে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে।

বিগত বছরগুলোতে পাবলিক পরীক্ষার ফলে এই স্কুলের সাফল্য অনন্য হলেও গত পাঁচ বছরে এর ধারাবাহিকতা থাকেনি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আবু সাইদ ভূঁইয়া সমকালকে বলেন, পুরান ঢাকার স্কুলগুলো নতুন ঢাকার স্কুলগুলোর সঙ্গে পেরে উঠছে না। পুরান ঢাকা ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় অনেকে নতুন ঢাকায় চলে যাচ্ছেন। ফলে প্রত্যাশিত মেধাবী শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না। এ ছাড়া রয়েছে অসংখ্য সমস্যা। অবকাঠামো উন্নয়ন করা যাচ্ছে না। শিক্ষার্থীর তুলনায় শ্রেণিকক্ষ অপর্যাপ্ত। কক্ষ-সংকটের কারণে বিজ্ঞান ক্লাব, ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাবের মতো সহশিক্ষামূলক নিয়মিত কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছে না। স্কুলের জন্য একটি ১০ তলা ভবন নির্মাণের প্রস্তাব ও নকশা পাঁচ বছর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হলেও অগ্রগতি নেই। তার পরও স্কুলটির জনপ্রিয়তায় কমতি নেই। চলতি বছর ২৯৪ আসনের বিপরীতে দুই হাজার ১৬২ শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন করেছিল।

স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র সজয় বর্মণ অভিমানের সুরে জানায়, মাঠ না থাকায় অন্য স্কুলের মতো আমরা খেলাধুলা করতে পারি না। আর স্কুলের ফটকে লেগুনা স্ট্যান্ড গড়ে ওঠায় প্রতিদিন আমাদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

চিত্রশিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার সমকালকে বলেন, ১৯৪৯ সালে তিনি এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তখন পড়াশোনা ও স্কুলের পরিবেশ অনেক চমৎকার ছিল। ছাত্র-শিক্ষক মিলে গান, পথনাটকসহ সাংস্কৃতিক চর্চা হতো। এখন স্কুলটিতে সেই পরিবেশ আর নেই বলে তার কণ্ঠে হতাশা। আগামী দিনগুলোতে কলেজিয়েট স্কুল আবার তার অতীত ঐতিহ্যে ফিরে আসবে বলে তিনি আশাবাদী।